দৈনিক সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক

শামীম আহমদ, প্রকাশিত: ১৭-২-২০২৫ বিকাল ৫:২৪

দৌড়ে পালিয়ে গেছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

অর্থনীতি সমিতির সভাপতি আজিজুর রহমান বৈধ

ঠিক বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি মিছিল এসে পৌঁছায়। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি আজিজুর রহমান সাথে সেই মিছিলে যোগ দেয় স্থানীয় থানা বিএনপির আহ্বায়ক ছাড়াও বেশ কিছু বিএনপির নেতারা। সেই মিছিল দেখেই দৌড়ে পালিয়ে যায় সেখানে ওঁৎ পেতে থাকা আওয়ামী সন্ত্রাসীদের একটি অংশ।

পুরানো কমিটির সদস্য দপ্তর মোস্তফা সাইফুল আনোয়ার বুলবুল সমিতির গেট বন্ধ দাড়িয়ে থাকে সেখানে। দু'পক্ষের শুরু হয় মারমুখী বাদানুবাদ। মাত্র এক-দুই মিনিটেই সমিতির সভাপতি আজিজুর রহমানের দল ভবন প্রবেশ করে গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসে তুমুল বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পরে। সেখানে মৌলিক কথপোকথনেই পরাজিত হয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহর টিম। সদস্য দপ্তর মার খেয়ে পালিয়ে যায়। সেখানেই উপস্থিত লোকজন বলে উঠে অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান এডহক কমিটির বৈধ সভাপতি। তারা বলেন পুরাতন কমিটির সদস্য দপ্তর মোস্তফা সাইফুল আনোয়ার বুলবুল ছিলো আওয়ামী দালাল ও ড. আবুল বারাকাতের আনুগত্য দোসর। অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাত এই সমিতির মাধ্যমে সরকারের হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে। তর্কবিতর্কের শেষ পর্যায়ে পুলিশ ভবনের নিচতলায় প্রবেশ করে উশৃংখলকারীদের বের করে সড়কে নামিয়ে দেয়। দুই ঘন্টা আগেই সেখানে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কেউ কাছাকাছিও আসেনি। পুলিশ কেবল তাকিয়ে দেখছে। পুরোনো কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি ছিলো।

৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় বিকেল ৪টায় সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলো বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আজিজুর রহমান। সংবাদ সম্মেলনের বিষয় ছিলো- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অফিস দখলমুক্তকরণ এবং বিদেশে টাকা পাচারে সহায়তাকারী ও খেলাপী ঋণ দিয়ে ব্যাংকখাত ধ্বংসকারীদের মুখোশ উন্মোচন। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এডহক কমিটি সমিতির বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সদস্যদের সাথে নিয়ে সমিতির অফিস দখলমুক্ত করেছে। সমিতির অফিসের দখলবাজ, বাংলাদেশের অর্থনীতি দেউলিয়াকারী এবং ব্যাংকখাত ধ্বংসকারীদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য এই সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুরোনো কমিটির লোকজন অর্থনীতি সমিতির ভবনে কিছু উশৃংখল সন্ত্রাসীদের নিয়ে দুপুরের খাবারের আয়োজন করে।